অনন্য বিদ্যাসাগর

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : দ্বিশতজন্মবর্ষ স্মারক সংকলন)

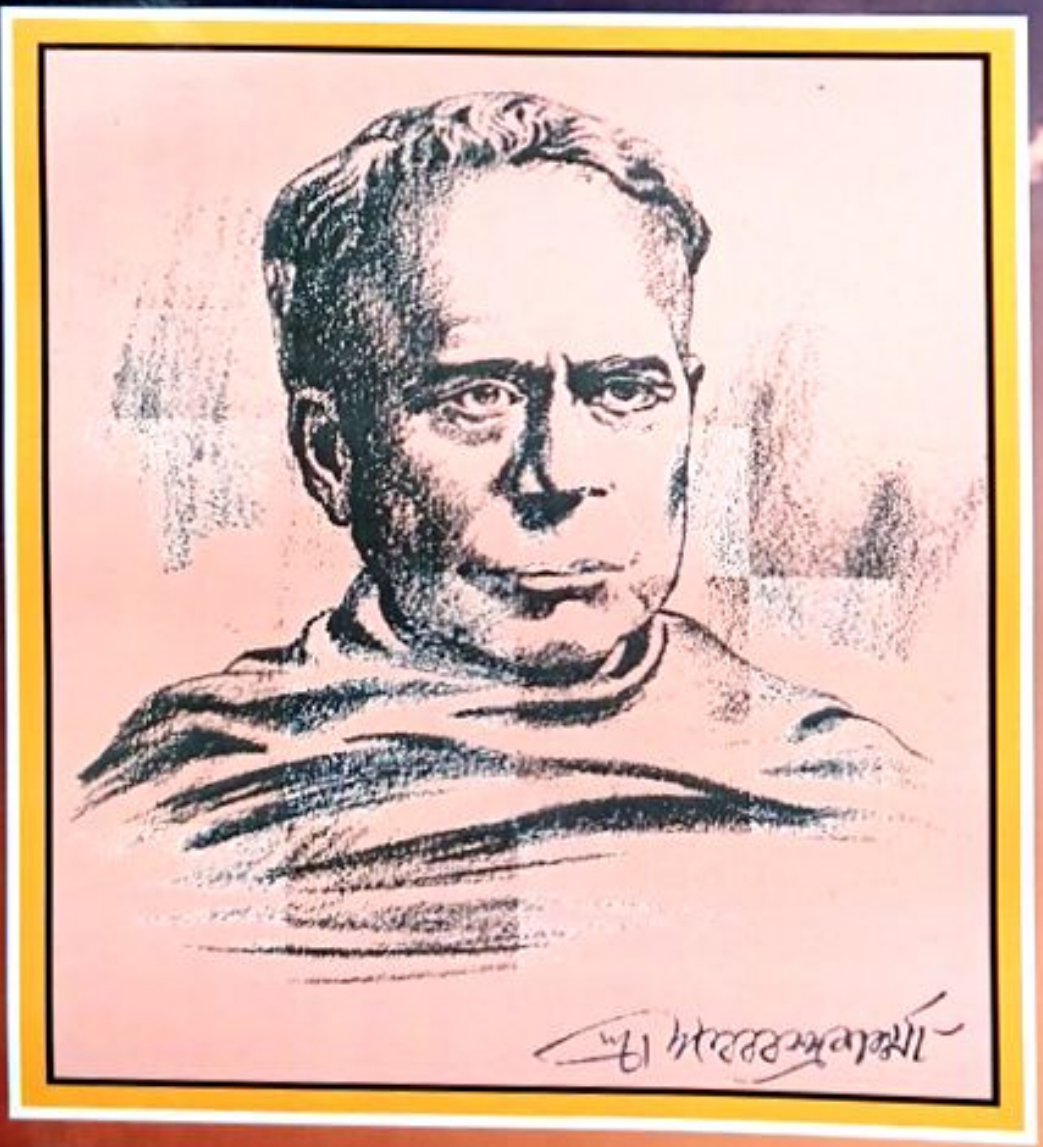

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

Ananya Vidyasagar
(Collection of Essays)

গ্রন্থস্বত্ব:
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

প্রকাশকাল:
১ লা জানুয়ারি, ২০২১

প্রকাশক:
শিক্ষণের পক্ষে
শ্রী গোপীকৃষ্ণ পালুই
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রী সুরজিৎ খাঁ

ISBN : 978-81-954411-7-4

বর্ণসংস্থাপন : মিডল্যাণ্ড কম্পিউটার সেন্টার
মিত্রকম্পাউণ্ড, মেদিনীপুর

মুদ্রক : ফাইভ স্টার প্রিন্টার্স
১১এ, গড়পার রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিনিময় মূল্য : ২০০.০০ টাকা

মানবতাবাদী চিন্তার আলোকে – বিদ্যাসাগর
ড. মৃণাল কান্তি দে / ১১১

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর : একটি পর্যালোচনা
ড. রাখালচন্দ্র ভূঞ্যা / ১১৯

ঈশ্বরচন্দ্র : মূর্ত, বিমূর্ত ...
টিংকু কুমার ঘোড়াই / ১২৬

বর্ণপরিচয়ের সমাজ : সমাজের বর্ণপরিচয়
ড. তপন হাজরা / ১৩২

নারীমুক্তির প্রচেষ্টা ও বিদ্যাসাগর
ড. দুলাল চন্দ্র পাণ্ডে / ১৪১

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় : অতীত ও বর্তমান
অশোক পাল / ১৪৭

শিক্ষক হিসাবে বিদ্যাসাগর : একটি দার্শনিক অনুসন্ধান
উত্তম দোলাই / ১৮৬

বিদ্যাসাগর : বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক স্টাইল
ড. নির্মল কুমার বর্মন / ১৯৫

বিধবা বিবাহ : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে
শঙ্কর আদক / ২০০

সমাজ ও নারীমননের চক্ষুষ্মান বিবেক : বিদ্যাসাগর
সুরঞ্জনা জানা / ২০৬

রবীন্দ্রনাথের মানস-ভুবন : বিদ্যাসাগরের পদচারণা
সুলগ্না ব্যানার্জী / ২১৩

মানুষের ঈশ্বর : ঈশ্বরচন্দ্র
আকবর আলি শাহ / ২২৩

পরিশিষ্ট-১ : বিদ্যাসাগরের রচনা / ২২৬
পরিশিষ্ট-২ : বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জি / ২৩১
পরিশিষ্ট-৩ : বিদ্যাসাগরের বংশলতিকা / ২৩৪
লেখক পরিচিতি / ২৩৯

শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর : একটি পর্যালোচনা

ড. রাখালচন্দ্র ভূঞ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত তথা বাংলায় যে কয়েকজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ছিলেন অন্যতম। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হলেও তৎকালীন সময়ে হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র ভীষণ একগুঁয়ে ও জেদী স্বভাবের ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামেরই সনাতন বিশ্বাস নামে এক গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, দস্যিপনার সাথে সাথে জেদি ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে পড়াশোনা শুরু করলেও গুরুমশাইয়ের ছাত্রদের প্রতি খুব মারধর বাবা ঠাকুরদাস মেনে নিতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি করেন। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে চিঠিপত্র লেখাও শিখে নেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো কালীকান্তের নিবিড় তত্ত্বাবধানে আট বছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ আয়ত্ব করে নেন। একদিন কালীকান্ত বাবু ঠাকুরদাসকে বললেন– 'আমার পাঠশালায় যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক ঈশ্বরের তা হয়েছে। ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি সুন্দর। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দিলে ভালো হয়।' অর্থাৎ তৎকালীন সময়ের গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতও সংস্কৃত শিক্ষার সাথে সাথে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়ে বাংলার নবজাগরণ পর্বটিকে অগ্রসর করেছিলেন।

আট বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় আসেন ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। রাস্তায় মাইলস্টোনের গায়ে ইংরেজী সংখ্যা দেখে বাবার কাছে তাঁর ইংরেজী অক্ষরের পরিচয় জ্ঞান ঘটে। ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় গিয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১ লা জুন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তবে প্রথমে তিনি ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন না সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করবেন তা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। সে সময়ে যাঁরা লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা করতেন তারা বেছে নিতেন ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-কে। এই প্রতিষ্ঠানে যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করতেন তাঁরা যেমন কুসংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনের কথা চিন্তা করতেন, তেমনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করার ফলে বিদেশী-সওদাগরি অফিসগুলিতে কোন না কোন কাজ জুটিয়ে ফেলত। যেমন ঠাকুরদাস নিজেই এইভাবে কাজ পেয়েছিলেন। সেই কারণে হয়তো ঠাকুরদাসের বহু বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরেজী বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরকে ভর্তি